পিচ্চি রতন ও ফুটবল

আমীরুল ইসলাম

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

পিচ্চি রতন ও ফুটবল

আমীরুল ইসলাম

প্রকাশকাল: বইমেলা ২০২১

প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক

আমাদেরবই ডট কম

২য় তলা, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন: ০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/projonmo

amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Picci Ratan O Football by Amirul Islam
Published by Projonmo Publication
Copyright © Amirul Islam
ISBN: 978-984-95187-4-7

উৎসর্গ

ইফতেখার মুনিম
মোস্তাফিজুর রহমান নান্টু
শওকত আলী
সহযাত্রী বন্ধুরা

সূচি

লতা / ৭
ফেলুকে নিয়ে রূপকথা / ১২
বোকারা কখনো জেতে না / ১৯
একজন জলবালকের গল্প / ২৩
মা, পিচ্চি রতন ও ফুটবল / ২৭

লতা

মেয়েটা পাতা কুড়ায়। চৈত্রের ঝরাপাতা। কদিন আগে শীত শেষ হয়েছে। কতো কষ্টই না করেছে এই শীতে। মা আর খালা তাদের বুকের ওম দিয়েছে। ছেঁড়া কাথায় মেয়েটির শীত আটকায় না।

কি নাম তোর?

না দিয়া কাম কি আপনের?

ট্যাকা দেন। নাশতা খামু। নাম কও তাহলে ট্যাকা দিমু।

নাম কমু না। ট্যাহা নিমু না।

মেয়েটা কাঁধে চটের ছালা। পাতা কুড়িয়ে সেই ছালায় রাখে। মাটির চুলায় পাতা দিয়ে রান্না হয়।

মেয়েটির একটা নাম দরকার। হয়তো ওর নাম নাসিমা। কিংবা আকলিমা। কিংবা ষীমা। কাকন। আঁখি। গল্পের খাতিরে ধরে নেই মেয়েটার নাম লতা।

লতা শুকনো পাতা কুড়ায়। চৈত্রে হঠাৎ হঠাৎ ঘূর্ণি বাতাস দোল খেয়ে যায়। প্যাচ দিয়ে ধুলো উড়তে থাকে। এখন গরম না শীত। ভোরবেলা হালকা শীত লাগে। তখন লতা ওর মাকে জড়িয়ে ধরে পাশ ফিরে ঘুমায়। লতারা থাকে হাতিরপুল বাজারের পেছনে এক বস্তিতে। বাবা ভোরবেলা কাওরান বাজারে যায় কিছু শাক পাতা কেনে। তারপর টুকরিতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে। কোনোদিন শাক বিক্রি করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ক্লান্ত শরীর ক্ষুধার্ত পেট। বাবা ঘরে ফিরেই শুয়ে পড়ে। ঘর মানে ছোট্ট একচিলতে টিন আর বেড়া দিয়ে তৈরি ঘর। বাবা শুনেছে যিনি ভাড়া তুলতে আসেন তিনি আসলে এই জায়গার মালিক না। জায়গা নিয়ে ঘাপলা আছে। তিন চারজন মালিক দাবীদার। আর সরকার বলছে এই জমির মালিক সরকার। তাই এখানে বড় দালান উঠেনি। হাসমত মিয়া ঝুপড়ি কয়েকটা তুলে ভাড়া দিয়েছে। এলাকার কয়েকজন ভবঘুরে মাস্তান এই টাকার ভাগাভাগি করে। লতার ছোট ভাই আছে সারাদির নেংটি পরে থাকে। পার্কে যায়। রতন আর লতা স্কুলে যায় না। তার স্কুলে গিয়ে কি করবে?

পথে ঘুরেফিরে ওরা কাজকর্ম শিখে ফেলবে। লতা হয়তো গার্মেন্টে কাজ নেবে। রতন তরকারি বেচবে। কিংবা হাতিরপুলের অলিতে গলিতে রিকশা চালাবে। রিকশার টুংটাং ওর বড় প্রিয় শব্দ।

লতা রতনকে খুব ভালোবাসে। আদর করে। লতা কখনো রতন না খেলে নিজে খাবে না। ভাইয়ের জন্য ওর খুব দরদ। রতনও ওর বোনকে খুব ভালোবাসে। বোনের সঙ্গে রমনা পার্ক, শাহবাগ, টিএসসি ঘুরে বেড়াতে ওর খুব ভালো লাগে।

দুই

রতন এবং লতা।
ওদের নিয়ে যায় না লেখা
নতুন রূপকথা।

অন্যরকম জীবন ওদের
জীবন মানে অগ্নি
জীবন ঘষে আগুন জ্বালায়
ভ্রাতা এবং ভগ্নি।

লতা এবং রতন
ভাইয়ের জন্য ছোট্ট বোনের
অনেক আদর যতন।

রতন বলে লতা
বোনটি আমার, ইচ্ছা করে
অনেক বলি কথা।

ছেঁড়া কাথার মধ্যে বোনের
অনেক স্বপ্ন আঁকা
দিনদুপুরে বাড়ি ওদের
নাইরে মামা কাকা।

গরিব পরিবারে
জন্ম বলে জীবন কাটে
ওদের অনাহারে।

ছিন্ন পোশাক কেমনে যাবে
প্রাইমারি ইশকুলে
গরিব বলেই মরছে ওরা
জীবন ভরা ভুলে।

ওরে আমার লতা
তোর জন্যেই লিখে যাব
নতুন রূপকথা। গরিব পরিবারে
জন্ম বলে জীবন কাটে
ওদের অনাহারে।

ছিন্ন পোশাক কেমনে যাবে
প্রাইমারি ইশকুলে
গরিব বলেই মরছে ওরা
জীবন ভরা ভুলে।

ওরে আমার লতা
তোর জন্যেই লিখে যাব
নতুন রূপকথা।

তিন

বাবার খুব জ্বর। চৈত্র মাসে শুকনো বাতাস। তখন জ্বর আসে। বাবা বলে তোর দাদা বলতো চোত ফাগুন খুব ভালো সময় না। এই সময় জ্বর ঠান্ডা লেগেই থাকে। বাবার জ্বর বাড়তেই থাকে। লতা রতন আর বাইরে যায় না। বাবার শিয়রে বসে থাকে চুপচাপ। বাবা তিন দিন ধরে রিকশা চালায় না। সংসারে অভাব লেগেই আছে। একবেলা খায়। আরেক বেলা খাওয়া পায় না। বাবা অসুস্থ। তাই আরও অভাব।

কে বাজার করবে?

পাশের বাসার ভীনা খালা ওদের দুইভাইবোনকে খাবার দেয়। খালা গার্মেন্টসে চাকরি করে। খুব দয়ালু মানুষ। আর বাবা কিছু খেতে পারে না।

লতা বাবার জন্য জাউ ভাত রান্না করে। বাবা মুখে তুলতে পারে না। বমি করে ফ্যালে।

লতা ভাবতে থাকে এই অবস্থায় ওদের সংসার চলবে কি করে। কোনো উপায় নাই। বাবা রিকশা চালায়। প্রতিদিনের আয়। বাবা একদিন বসে থাকলে ওদের খাবার জুটবে না।

বাবা কবে সুস্থ হবে কেউ জানে না। রতন তো একেবারে পিচ্চি। লতার বয়সও কম। বাবার সেবা করতে হবে।

মা খুব কশ কথা বলে। সংসার নিয়ে খুব চিন্তা তার। স্বামী কাজ করতে পারছে না। এখন রিকশা চালাতে পারছে না। এখন রিকশা চালাতে পারছে না। কি হবে সামনের দিনগুলো।

মা খুব চিন্তা করে। তারও মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনিও দিশেহারা। মা বেতন পায়নি। তাহলে দিন কিভাবে চলবে।

লতা সেদিন বিকালে নিলক্ষেত মোড়ে গেল। ফুলের দোকানের সামনে। রহমত মিয়ার দোকানের নাম 'পারুল ফ্লাওয়ার স্টোর'।

লতা খুব চুপচাপ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

রহমত মিয়া জিগ্যেশ করেন।

কিরে কি চাস তুই?

চাচা আমি বিপদে আছি।

কি বিপদ? দুপুরে ভাত খাননি?

খাইছ।

তাইলে আবার বিপদ কি?

বাবা অসুস্থ।

ও কি অইছে?

জ্বর ছাড়ে না।

ডাক্তার দ্যাখা।

টাকা পামু কই?

রহমত মিয়া এবার মাথা নাড়তে থকেন।

হ তাইলে তো বিপদই। শোন একটা কথা। কাম করবি?

করুম কি কাম?

ফুল বেচবি। পারবি?

পারুম।

বিকেল থেকে ফুল বিক্রেতা লতা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।